

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২৬ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-30 12 November 2026 ◆ Thursday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



খুনের ঘটনায় ’২৫-এ অসমে শীর্ষে গুয়াহাটি, ’২৬-এর তালিকায় তিসুকিয়া

পুলিশের পরিসংখ্যানে উদ্বেগজনক ছবি, ২০২৫ সালে রাজ্যে ৮৫৮টি খুনের মামলা

গুয়াহাটি : অসমে খুনের ঘটনায় উদ্বেগজনক ছবি উঠে এল অসম পুলিশের পরিসংখ্যানে। ২০২৫ সালে রাজ্যে সবচেয়ে বেশি খুনের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে গুয়াহাটি শহরে। ওই বছর শহরে ৬২টি মামলা দায়ের হয়। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত প্রথম পাঁচ মাসে ১৯টি খুনের মামলা নিয়ে জেলা-ভিত্তিক তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে তিনসুকিয়া। অসম পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে রাজ্যে মোট ৮৫৮টি খুনের মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। ২০২৬ সালের প্রথম পাঁচ মাসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০৯।

২০২৫ সালে গুয়াহাটির পরেই রয়েছে নগাঁও। সেখানে ৬১টি খুনের মামলা দায়ের হয়। কামরূপ ও শ্রীভূমিতে ৪০টি করে, শোণিতপুরে ৪৪টি, গোলাঘাটে ৩৬টি এবং কাছাড়ে ৩২টি মামলা



নথিভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, রাজ্যের একাধিক জেলায় খুনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ঘটেছে।

২০২৬ সালের জানুয়ারি-মে পর্বে তিনসুকিয়ার পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কামরূপ। সেখানে ১৭টি খুনের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। কাছাড়, নগাঁও ও শোণিতপুরে ১৫টি করে, লখিমপুরে ১৪টি এবং যোরহাটে ১৩টি মামলা দায়ের হয়েছে। তবে এই পরিসংখ্যান কেবল পাঁচ মাসের হওয়ায় পূর্ণ বছরের তথ্যের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা যাবে না। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অসমে খুনের মামলার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমেছিল। ২০২২ সালে রাজ্যে ১,০৭২টি মামলা নথিভুক্ত হয়। ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১,০২৫-এ। ২০২৪ সালে আরও কমে হয় ৯৩৩টি।

জেলা-ভিত্তিক পরিসংখ্যানে ২০২২ ও ২০২৩ সালে গুয়াহাটি যথাক্রমে ৭৪ ও ৬৭টি মামলা নিয়ে শীর্ষে ছিল। ২০২৪ সালে ৬৬টি মামলা নিয়ে শীর্ষস্থান দখল করে তিনসুকিয়া। ওই বছর গুয়াহাটি ও নগাঁওয়ে ৬৩টি করে এবং শোণিতপুরে ৫৯টি খুনের মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান রাজ্যের অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

ধাওয়া খেয়ে বরাক নদীতে ঝাঁপ, কাছাড়ে নিখোঁজ ব্যক্তি

শিলচর : একদল লোকের ধাওয়া খেয়ে বরাক নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হলেন এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার সকালে কাছাড় জেলার গঙ্গাপুর-নাগাটিলা ফেরিঘাটে এই ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম আফাজ উদ্দিন মজুমদার। তিনি নিয়ারগ্রাম ফুলজান তিনিমুখ এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে লাঠি ও বল্লম হাতে একদল লোক তাঁকে ধাওয়া করে বলে অভিযোগ। প্রাণ বাঁচাতে আফাজ উদ্দিন ফেরিঘাটের দিকে ছুটে গিয়ে একটি লঞ্চে আশ্রয় নেন। কিন্তু অভিযুক্তরা লঞ্চেও উঠে পড়লে উপায় না দেখে তিনি নদীতে ঝাঁপ দেন বলে স্থানীয়দের দাবি। তারপর থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর ফেরিঘাট এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই নদীতে তল্লাশি শুরু করেন। তবে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে কোনও সরকারি উদ্ধারকারী দল পৌঁছয়নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

‘পুজো নিয়েও বিভাজন করত আগের সরকার’, হাওড়ায় মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর

হাওড়া : ছটপুজোকে কেন্দ্র করে ফের তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার হাওড়ার কাজিপাড়ায় ছটপুজোর প্রাক্কালে এক অনুষ্ঠানে তিনি অভিযোগ করেন, আগের সরকার পুজো নিয়েও বিভাজনের রাজনীতি করত।



ভাষার নামে সনাতনীদের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা হত। শুভেন্দুর কথায়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মারাঠিদের বহিরাগত বলা হত। অথচ বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের জামাই আদর করা হত। তাঁর অভিযোগ, ছটপুজোকে বিহারের এবং রামনবমীকে উত্তরপ্রদেশের উৎসব বলে দাগিয়ে দেওয়া হত। বিজেপিকে অবাঙালিদের দল বলে প্রচার করত তৃণমূল।

তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনে বাংলার পরম্পরা ও ঐতিহ্য নষ্ট হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের নির্বাচনী ফলের উল্লেখ করে শুভেন্দুর দাবি, সংখ্যালঘুদের মধ্যেও সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, কমিউনিস্ট ও জামাতপন্থীদের রাজনৈতিকভাবে শেষ করা হবে।

আদিবাসীদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে চাপে বিজেপি বিধায়ক, পদক্ষেপের ইঙ্গিত মানিকের

আগরতলা : তিপ্রা মথা পার্টি ও জনজাতি সম্প্রদায়কে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে বিজেপি বিধায়ক তফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে দলের তরফে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিধায়কের ক্ষমাপ্রার্থনার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে।

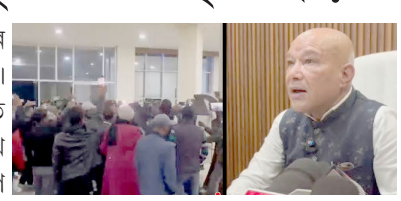


মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। বুধবার ত্রিপুরা সফরে আসা বিজেপির রাজ্য সভাপতির সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছে। সাহার কথায়, দল যে পদক্ষেপ উপযুক্ত বলে মনে করবে, তা-ই করা হবে। নির্বাচনী প্রচারে তফাজ্জল হোসেন তিপ্রা মথা এবং জনজাতি সম্প্রদায়কে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর কথিত মন্তব্যে আদিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপন নিয়েও আপত্তিকর উল্লেখ ছিল বলে দাবি। এর পরেই রাজনৈতিক মহলে সমালোচনা শুরু হয় এবং বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে।

বিধায়কের ক্ষমাপ্রার্থনা প্রসঙ্গে মানিক সাহা বলেন, তিনি যদি এমন মন্তব্য করে থাকেন এবং ইতিমধ্যে ক্ষমা চেয়ে থাকেন, তা হলে সেই বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা উচিত।

শিলং পিক রোপওয়ে প্রকল্প ঘিরে বিক্ষোভ, ঘেরাওয়ের মুখে সভাস্থল ছাড়লেন মন্ত্রী শুল্লাই

শিলং : শিলং পিক রোপওয়ে প্রকল্প ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল মেঘালয়ে। বুধবার প্রকল্প নিয়ে আয়োজিত জনপরামর্শ সভায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সানবর শুল্লাই। বিক্ষোভকারীরা তাঁকে ঘিরে ধরে প্রকল্প বাতিলের দাবি জানান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় সভাস্থল ছাড়তে বাধ্য হন মন্ত্রী।

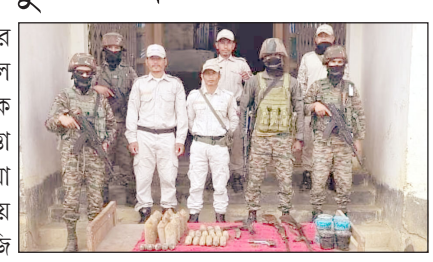


দক্ষিণ শিলংয়ের বিধায়ক শুল্লাইয়ের উদ্যোগে আয়োজিত সভা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিক্ষোভ শুরু হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রকল্পের বিরোধিতা ও আপত্তি জানানোর যথেষ্ট সুযোগ তাঁদের দেওয়া হয়নি। বিক্ষোভকারীরা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন। জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির (জেএসি) সদস্যরাও প্রকল্প বাতিলের দাবিতে সরব হন। বিক্ষোভের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে অভিযোগ করেন শুল্লাই। তবে প্রকল্প সম্পর্কে বাসিন্দাদের বিস্তারিত জানাতে এবং পরিবেশগত উদ্বেগের জবাব দিতে সরকার প্রস্তুত বলে জানান তিনি। আপত্তিগুলি খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠনের সুপারিশও করেছেন বলে জানান মন্ত্রী।

প্রস্তাবিত ৯১৩ মিটার দীর্ঘ রোপওয়েটি মদন লাবান থেকে শিলং পিক পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার কথা। প্রকল্পটি ঘিরে পরিবেশ, স্থানীয় জলসম্পদ এবং জলধারণকারী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। খাসি হিলস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলও প্রকল্পের বিরোধিতা করেছে। প্রয়োজনীয় ট্রেডিং লাইসেন্স ও স্থানীয় প্রশাসনিক ছাড়পত্রের অভাব তাদের আপত্তির অন্যতম কারণ।

মণিপুরে উদ্ধার ১০ ফুটের রকেট, চিনা মর্টার-সহ বিপুল অস্ত্র ও বিস্ফোরক

ইম্ফল : মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করল নিরাপত্তা বাহিনী। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১০ ফুট লম্বা এবং ৮০ কেজি ওজনের একটি রকেট, চিনা নির্মিত চারটি মর্টার ও ছ'টি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)। বুধবার পুলিশ এ কথা জানিয়েছে। পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, মঙ্গলবার কাঙভাই মহকুমার অন্তর্গত পি গেলজাং গ্রামের কাছে জঙ্গলে



সেনাবাহিনী ও জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে এই সাফল্য মেলে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় ৮২ মিলিমিটারের চারটি চিনা মর্টার, পাঁচটি চিনা গ্রেনেড, একটি সিএমজি, একটি পিস্তল এবং দু'টি একনলা বন্দুক।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

বৃহস্পতিবার, ২৬ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১২ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

বিদেশিদের জন্য ভারতের দরজা আরও উন্মুক্ত

বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও বিস্তৃত করতে হলে একটি দেশের অভিবাসন ও ভিসা ব্যবস্থা হতে হয় সহজ, স্বচ্ছ এবং সময়োপযোগী। সেই উপলব্ধি থেকেই বিদেশি নাগরিকদের জন্য ভারতের ভিসা প্রক্রিয়া সরল করার যে উদ্যোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভিসার আবেদনপত্রের জটিলতা কমানোই শেষ কথা নয়। ভারতকে আন্তর্জাতিক পর্যটক, শিক্ষার্থী, চিকিৎসাপ্রার্থী ও বিনিয়োগকারীদের কাছে সত্যিকার অর্থে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে আরও বিস্তৃত পরিকাঠামোগত ও প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ভিসা আবেদনপত্রে মূল বিভাগ ১৩টি থেকে কমিয়ে ৯টি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপবিভাগের সংখ্যা ৪৯ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে ২৩-এ। আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘর বা ফিল্ডের সংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উন্নত দেশগুলির ভিসা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেই এই পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে কেন্দ্রের বক্তব্য। নতুন ব্যবস্থায় বিজনেস, ডিপ্লোম্যাটিক, ওয়ার্ক, জার্নালিস্ট, মেডিক্যাল, অফিশিয়াল, স্টুডেন্ট, ভিজিটর এবং মিসলেনিয়াস;এই নয়টি মূল বিভাগ থাকবে।

সংস্কারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, প্রচলিত টুরিস্ট ভিসার পরিবর্তে আরও বিস্তৃত পরিসরের ভিজিটরস ভিসা চালু করার প্রস্তাব। এর আওতায় পর্যটনের পাশাপাশি ব্যবসায়িক বৈঠক, চিকিৎসা এবং স্বল্পমেয়াদি শিক্ষার সুযোগও রাখা হচ্ছে। ভি-১ ভিজিটরস ভিসার মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩০ দিন। এই ভিসায় একাধিকবার ভারতে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ থাকবে। অন্যদিকে ভি-২ ভিসার মেয়াদ প্রয়োজন অনুযায়ী এক বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

চিকিৎসা ভিসায় আয়ুষ চিকিৎসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা, বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সহজতর স্টুডেন্ট ভিসা এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে বিজনেস ভিসার পুনর্বিন্যাসও এই সংস্কারের অংশ। অর্থাৎ ভারত শুধু পর্যটকদের আকর্ষণ করতে চাইছে না, চিকিৎসা, শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রেও নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে।

এই উদ্যোগের তাৎপর্য যথেষ্ট। আন্তর্জাতিক পর্যটন, চিকিৎসা পরিষেবা এবং উচ্চশিক্ষার বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমশ বাড়ছে। বহু দেশ বিদেশি পর্যটক ও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করছে। সেই বাস্তবতায় ভারতের দীর্ঘ ও জটিল আবেদনপদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই অনাগ্রহের কারণ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দীর্ঘ অপেক্ষা এবং প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা কমাতে পারলে বিদেশিদের কাছে ভারত আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভিসা পাওয়া সহজ হলেই কি ভারত আন্তর্জাতিক পর্যটক ও বিনিয়োগকারীদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠবে? বাস্তবতা বলছে, বিষয়টি এত সরল নয়।

চিকিৎসা পর্যটনের ক্ষেত্রেই বিষয়টি স্পষ্ট। বিদেশি রোগীদের আকৃষ্ট করতে শুধু মেডিক্যাল ভিসার নিয়ম শিথিল করলেই চলবে না। হাসপাতালের মান, চিকিৎসার খরচের স্বচ্ছতা, ভাষাগত সহায়তা, রোগীর নিরাপত্তা এবং চিকিৎসা-পরবর্তী পরিষেবার নিশ্চয়তাও প্রয়োজন। একইভাবে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা সহজ করার পাশাপাশি ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আন্তর্জাতিক মান, গবেষণার সুযোগ, আবাসন এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে হবে।

ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিদেশি উদ্যোক্তারা শুধু সহজে ভারতে প্রবেশের সুযোগ খোঁজেন না; তাঁরা চান স্থিতিশীল নীতি, দ্রুত প্রশাসনিক ছাড়পত্র, স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিনিয়োগের নিরাপত্তা। এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার না হলে ভিসা সরলীকরণের সুফল প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছবে না। নিরাপত্তার বিষয়টিও উপেক্ষা করা যায় না। বিদেশিদের প্রবেশ সহজ করার পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশ, মানব পাচার, জাল নথি এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর নজরদারি বজায় রাখতে হবে। তবে নিরাপত্তার নামে বৈধ আবেদনকারীদের অযথা হয়রানি করাও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রযুক্তিনির্ভর যাচাই এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা সম্ভব।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে শুরু করে দেশের বিমানবন্দর ও অভিবাসন দফতর;সর্বত্র নতুন নিয়মের অভিন্ন প্রয়োগ নিশ্চিত করা। অনলাইনে আবেদনপত্র সহজ হলেও বাস্তবে যদি ভিন্ন ভিন্ন দফতরে আলাদা নিয়ম, দীর্ঘসূত্রতা কিংবা অস্পষ্ট নির্দেশিকার মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

ভারতের প্রতি ট্রাম্পের মনোভাব বদলের আশা ক্ষীণ, পাকিস্তানকেই বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

সায়ন হালদার

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাজনৈতিক ধাক্কা খেয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কংগ্রেসে ক্ষমতার সমীকরণে পরিবর্তন এবং বিরোধীদের শক্তি বৃদ্ধি তাঁর প্রশাসনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। কিন্তু এই নির্বাচনী ফলের প্রভাব কি আমেরিকার বিদেশনীতি, বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পড়বে? কূটনৈতিক বিশ্লেষক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত টি পি শ্রীনিবাসনের মতে, তেমন কোনও সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। বরং নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরও ভারত সম্পর্কে ট্রাম্পের মনোভাব অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এমনকি ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কৌশলও নিতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ফলে আগামী দিনে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচন সাধারণত ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের প্রথম দুই বছরের কাজের মূল্যায়ন হিসেবে বিবেচিত হয়। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই নির্বাচন তাই শুধু কংগ্রেসের আসনসংখ্যা নির্ধারণ করে না, প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং নীতির গ্রহণযোগ্যতারও পরীক্ষা নেয়। নির্বাচনে শাসক দলের পিছিয়ে পড়া মানে প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি। তবে মার্কিন সংবিধানে এমন কোনও বিধান নেই, যার মাধ্যমে কংগ্রেসের দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করতে হবে। ফলে নির্বাচনী ধাক্কা সত্ত্বেও ট্রাম্পের ক্ষমতায় থাকার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধা নেই। তবে বিরোধীদের শক্তি বৃদ্ধি তাঁর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে।

শ্রীনিবাসনের পর্যবেক্ষণ, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়ায় আত্মসমালোচনা কিংবা নীতিগত পরিবর্তনের কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। বরং রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের অবস্থানে অনড় থাকার মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মতে, আগামী দু'বছর প্রশাসনকে স্থিতিশীল করার পরিবর্তে সংঘাতের রাজনীতি আরও প্রকট হতে পারে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিরোধীদের সঙ্গে সংঘাত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা ট্রাম্পের শাসনকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে পারে।

ট্রাম্পের বিদেশনীতি নিয়ে উদ্বেগের অন্যতম ক্ষেত্র পশ্চিম এশিয়া। বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত এবং দেশটির পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে অনিশ্চয়তা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ কিংবা সংঘাত থেকে সরে আসার বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। তেহরানের তরফে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়ার খবর সামনে এলেও সমঝোতার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

শ্রীনিবাসনের মতে, ইরানকে কোনও ধরনের পরমাণু প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের সুযোগ দিতে ওয়াশিংটন রাজি হবে না। অন্যদিকে, পরমাণু অস্ত্র তৈরি না করার বিষয়ে ইরানের অতীতের অঙ্গীকার, এ বিষয়ে দেশটির ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা এবং যুদ্ধ শুরুর আগে ওমানের মধ্যস্থতায় আলোচনার বিষয়গুলিও সমঝোতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন কতটা নমনীয় অবস্থান নেবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

ইরান সংঘাতের প্রভাব শুধু আমেরিকা ও ইরানের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ নেই। উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতিও ক্রমশ জটিল হচ্ছে। উপসাগরীয় দেশগুলির উপর ইরানের হামলা এবং সৌদি আরবকে ঘিরে হুথিদের তৎপরতা আঞ্চলিক অস্থিরতা বাড়িয়েছে। এর ফলে আমেরিকার নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা নিরাপত্তা কাঠামো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। বিভিন্ন দেশ নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন সমঝোতা ও আঞ্চলিক জোট গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে পশ্চিম এশিয়ায় ওয়াশিংটনের প্রভাব কমতে পারে। অথচ সেই প্রভাব ধরে রাখতে ট্রাম্প প্রশাসনের কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ এখনও স্পষ্ট নয়।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়া। শ্রীনিবাসনের মতে, এর অন্যতম কারণ প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতি। বিশেষ করে ভারতীয় শিক্ষার্থী, দক্ষ পেশাজীবী এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের কর্মীদের আমেরিকায় প্রবেশ, কর্মসংস্থান ও স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এতে ভারতীয়-আমেরিকানদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পাওয়া এবং পরবর্তী সময়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাই বহু তরুণকে আমেরিকায় যেতে উৎসাহিত করেছে। ভারতীয় পেশাজীবীদের একটি বড় অংশ সে দেশের প্রযুক্তি, চিকিৎসা, গবেষণা ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু নতুন অভিবাসন বিধি এবং প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা সেই সম্ভাবনাকে সংকুচিত করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এর পাশাপাশি ভারতীয়-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে নেতিবাচক মন্তব্য এবং বিদ্বেষমূলক প্রচারও অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠেছে। শ্রীনিবাসনের পর্যবেক্ষণ, গত নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের ছেড়ে রিপাবলিকানদের সমর্থন করা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটারদের একাংশের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে এই জনগোষ্ঠীর সমর্থন ধরে রাখাও ট্রাম্প প্রশাসনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের অবনতির ক্ষেত্রে অভিবাসন নীতির পাশাপাশি বাণিজ্যিক মতবিরোধও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ, বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে আমেরিকার অসন্তোষ এবং রাশিয়া থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল কেনা নিয়ে ওয়াশিংটনের আপত্তি দুই দেশের সম্পর্কে অস্বস্তি বাড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় থাকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ফলে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

ভারতের বিদেশনীতি বরাবরই কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে আমেরিকা ও পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো নয়াদিল্লির দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক কৌশল। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন এই ভারসাম্যকে কতটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে রুশ তেল কেনার বিষয়টি নিয়ে আমেরিকার চাপ অব্যাহত থাকলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আরও টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ট্রাম্প বেশি মনোযোগী হতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শ্রীনিবাসন। একই সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার কৌশলগত যোগাযোগ বাড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাঁর মতে, ট্রাম্পের কাছে ভারত অপেক্ষা পাকিস্তান বেশি কার্যকর অংশীদার হয়ে উঠতে পারে। ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন এমন সহযোগীকে গুরুত্ব দিতে চাইতে পারে, যে আমেরিকার নির্দিষ্ট কৌশলগত স্বার্থ পূরণে সহায়ক হবে। এই সমীকরণ বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতেও তার প্রভাব পড়তে পারে।

অসমের প্রথম ‘স্বচ্ছ শহর’ হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি পেল গুয়াহাটি

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সম্মান গ্রহণ করলেন মন্ত্রী কৌশিক ও মেয়র মৃগেন শরণিয়া

গুয়াহাটি : কেন্দ্র সরকারের স্বচ্ছ সমীক্ষা ২০২৫-২৬-এ অসমের প্রথম ‘স্বচ্ছ শহর’ হিসেবে স্বীকৃতি পেল গুয়াহাটি। নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মুর্মু এই সম্মান তুলে দেন। শহরের হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন অসমের নগর বিষয়ক মন্ত্রী কৌশিক রাই এবং গুয়াহাটি পুরনিগমের মেয়র মৃগেন শরণিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আবাসন ও নগর বিষয়ক দফতরের কমিশনার ও সচিব কবিতা পদ্মনাভন এবং গুয়াহাটি পুরনিগমের কমিশনার চিন্ময় ফুকন।

সম্মান পাওয়ার কথা সামাজিক মাধ্যমে জানিয়ে কৌশিক রাই বলেন, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করা তাঁর কাছে গর্বের বিষয়। এই স্বীকৃতি তিনি শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে



নিরন্তর কাজ করে যাওয়া সাফাইকর্মী, সরকারি আধিকারিক, পুরনিগমের কর্মী এবং সাধারণ নাগরিকদের উৎসর্গ করেছেন।

মন্ত্রী জানান, আবাসন ও নগর বিষয়ক দফতর-সহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের পাশাপাশি নাগরিকদের সম্মিলিত উদ্যোগেই এই সাফল্য এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব শহর গড়ে তোলার প্রচেষ্টারও স্বীকৃতি এটি বলে তিনি উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে প্রতিবছর দেশের শহরগুলির পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক পরিষেবার মান যাচাই করতে স্বচ্ছ সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এবারের সমীক্ষাটি ছিল এই কর্মসূচির দশম সংস্করণ।

এর আগে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত সমীক্ষার পূর্ববর্তী সংস্করণে গুয়াহাটি ‘প্রমিসিং স্বচ্ছ শহর’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। একই বিভাগে জায়গা করে নিয়েছিল উত্তর লখিমপুরও। এবার এই স্বীকৃতি পাওয়ায় জাতীয় পরিচ্ছন্নতা মূল্যায়নে গুয়াহাটির অবস্থান আরও শক্তিশালী হল। তবে এই সাফল্য ধরে রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিকাশি, সাফাই উন্নয়নই এখন শহর প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

শিলাবৃষ্টির পর মেঘালয়ে ফের বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস, ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা



শিলং : ব্যাপক শিলাবৃষ্টি ও বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতির একদিন পরই মেঘালয়ে ফের বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর রাজ্যের বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশাও পড়তে পারে।

ভারতের আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, বুধবারের শিলাবৃষ্টি ও ভারী বৃষ্টিতে রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় কৃষিজ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করা যায়নি।

আবহাওয়ার এই পরিস্থিতির পিছনে রয়েছে দুটি ঘূর্ণাবর্ত। একটি মধ্য অসমের উপর এবং অন্যটি উপ-হিমালয় পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের উপর অবস্থান করছে। পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অক্ষরেখাও উত্তর-পূর্বের আবহাওয়ায় প্রভাব ফেলছে।

আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরার বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে শুক্রবার থেকে মেঘালয়ের আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে। শুক্রবার ও শনিবার রাজ্যে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রবিবারও একই পরিস্থিতি বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন এলাকায় নথিভুক্ত বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যানে মেঘালয়ের খাতার লাইতক্রো ও জোয়াইয়ে ২ সেন্টিমিটার করে বৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরার বুধজংনগরে সর্বোচ্চ ৪ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

শিলাবৃষ্টির জেরে বুধবার শিলং-সহ মেঘালয়ের বিভিন্ন এলাকায় অস্বাভাবিক শীতল আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। এর প্রভাব পড়েছে কৃষিকাজেও। নতুন করে বৃষ্টির পূর্বাভাসে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন কৃষকরা।

শিলচরে ১১ লক্ষ টাকার দুই উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস সাংসদ পরিমলের



শিলচর : সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল ২০২৫,২৬-এর আওতায় শিলচর পৌর নিগমের ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে মোট ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য। বুধবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি প্রকল্প দুটির কাজের সূচনা করেন। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মালুগ্রাম উদয়ন সংঘের ক্লাব ভবন সম্প্রসারণে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সম্প্রসারিত ভবনে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে এলাকার ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজ আধুনিক শিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চার সুযোগ পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইটখোলা ঘাট কালীবাড়ি কমিউনিটি হলের উন্নয়ন ও সংস্কারে ব্যয় হবে ৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় বাসিন্দারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য উন্নত পরিকাঠামো পাবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাঞ্চন দেব, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাধারানি রবিদাস, মালুগ্রাম-রংপুর মণ্ডল সভাপতি পুলক দেব-সহ দলের পদাধিকারী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

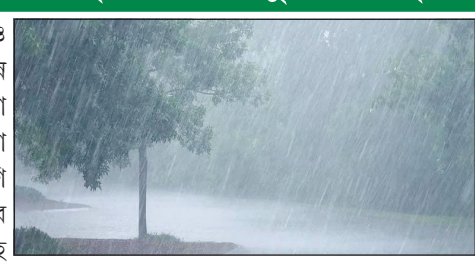
সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন, এলাকার সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস’ নীতিকে সামনে রেখে আগামী দিনেও সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

অসম ও মিজোরামে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

উত্তর-পূর্বে বজ্রবিদ্যুতের পূর্বাভাস

গুয়াহাটি : অসম ও মিজোরামের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতের আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। পাশাপাশি ১২ নভেম্বর উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে গুয়াহাটির আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয় ও মিজোরামের কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরার কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

অসম ও মিজোরামের বিচ্ছিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরার কিছু এলাকায় বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। মেঘালয়ের বিচ্ছিন্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি শিলাবৃষ্টির



পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। তবে ১৩ নভেম্বর থেকে ধীরে ধীরে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে। ওই দিন উত্তর-পূর্বের সব রাজ্যের কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অসম ও মেঘালয়ের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশাও পড়তে পারে। ১৪ নভেম্বর অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরায় মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অসম ও মেঘালয়ের কিছু এলাকায় কুয়াশা অব্যাহত থাকতে পারে।

১৫ নভেম্বর উত্তর-পূর্বের সব রাজ্যেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা। ১৬ নভেম্বর অরুণাচল প্রদেশ ও অসমের কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় ফের হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। ১৩ থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের কোনও রাজ্যের জন্য নতুন করে আবহাওয়া সতর্কতা জারি করেনি আইএমডি।

ডিগারুতে ট্রেন দুর্ঘটনার পর স্বাভাবিক দুই লাইনেই রেল চলাচল, চলছে কামরা-ইঞ্জিন উদ্ধারের কাজ

দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে ভিন্ন দাবি; যাত্রীদের জন্য বিশেষ ট্রেন ও হেল্পলাইন চালু

গুয়াহাটি : অসমের ডিগারু রেলস্টেশনে কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুতির পর আপ ও ডাউন; দুই প্রধান লাইনেই স্বাভাবিক হয়েছে ট্রেন চলাচল। তবে দুর্ঘটনায় লাইন থেকে ছিটকে যাওয়া ইঞ্জিন ও পাঁচটি কামরা উদ্ধারের কাজ এখনও চলছে বলে জানিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

বুধবার সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৪৪ কিলোমিটার দূরে ডিগারু স্টেশনে প্রবেশের মুখে ১৩১২৫ নম্বর কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন-সহ পাঁচটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। অন্য একটি ট্রেনকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্টেশনে প্রবেশ করানোর সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। পরে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়। বিভিন্ন স্টেশনে আটকে থাকা ট্রেনগুলিও গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়।

রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, সব যাত্রী নিরাপদ রয়েছেন। গুরুতর আহত হওয়ার কোনও খবর নিশ্চিত করা হয়নি। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আটকে পড়া যাত্রীদের সাইরাং পৌঁছে দিতে সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে ডিগারু থেকে একটি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়। অপেক্ষারত যাত্রীদের খাবার ও পানীয় জলও সরবরাহ করা হয়।



এদিকে দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। রেলের প্রাথমিক বক্তব্য, স্টেশনে প্রবেশের সময় গতি নিয়ন্ত্রণে লোকো পাইলটের ব্যর্থতা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার আগে ধারণ করা একটি ভিডিয়োয় লোকো পাইলটদের ব্রেক বিকল হওয়ার কথা বলতে শোনা গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয়।

দুর্ঘটনার জেরে আলিপুরদুয়ার-মারিয়ানি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের যাত্রা কামাখ্যায় সীমিত করা হয়। বাতিল করা হয় গুয়াহাটি-হাইবরগাঁও-গুয়াহাটি ডিএমইউর দু’টি পরিষেবা। উদ্ধারকাজ তদারকিতে ঘটনাস্থলে যান রেলের জেনারেল ম্যানেজার-সহ পদস্থ আধিকারিকরা। যাত্রীদের পরিবারের সুবিধার্থে কাটিহার, কিশনগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, গুয়াহাটি, লামডিং, বদরপুর ও শিলচরে জরুরি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে।

মিসিসিপিতে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ সেনেটর, ইতিহাস গড়লেন ডেমোক্র্যাট স্কট

দেড় শতাব্দীর শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যে ইতি!



ওয়াশিংটন : মার্কিন রাজনীতিতে ঐতিহাসিক পালাবদল। প্রায় দেড়শো বছর পর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ সেনেটর পেল মিসিসিপি। বুধবার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী সিন্ডি হাইড-স্মিথকে পরাজিত করে নজির গড়লেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী স্কট কোলোম। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর এই প্রথম মিসিসিপি থেকে কোনও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি সেনেটর নির্বাচিত হলেন। বর্ণবৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী এই অঙ্গরাজ্যে স্কটের জয়কে তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

গত ৩ নভেম্বর আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মিসিসিপি থেকে সেনেট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৪৩ বছর বয়সি স্কট। তবে ভোটের পরদিনই ফল ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। দেশের বাইরে থেকে ডাকযোগে আসা ভোটপত্র এবং অন্যান্য ব্যালট যাচাই ও গণনার কারণে ফল প্রকাশে বিলম্ব হয়। অবশেষে বুধবার চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করা হয়। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪ হাজার ৫৮৫ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন স্কট। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৯.২ শতাংশ। অন্যদিকে, রিপাবলিকান প্রার্থী সিন্ডি পেয়েছেন ৪৮.৭ শতাংশ ভোট। নির্দল প্রার্থীর ঝুলিতে গিয়েছে ২.১ শতাংশ ভোট। আমেরিকার ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে মিসিসিপিতেই কৃষ্ণাঙ্গ বাসিন্দাদের অনুপাত সবচেয়ে বেশি। অথচ কয়েক প্রজন্ম ধরে সেখানকার রাজনীতিতে শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য বজায় ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে স্কটের জয়কে ঐতিহাসিক পরিবর্তন হিসেবেই দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল।

উল্লেখ্য, মিসিসিপি থেকে শেষবার ১৮৭০-এর দশকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি সেনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা শ্বেতাঙ্গদের হাতেই ছিল। এমনকী ১৯৪৭ সালে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট সেনেটর জন সি স্টেনিসও ছিলেন বর্ণবৈষম্যের কট্টর সমর্থক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ মানুষের অসন্তোষও স্কটের জয়ের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে সেই ক্ষোভকেই কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই জয়ের ফলে মার্কিন সেনেটে ডেমোক্র্যাটদের আসনসংখ্যা বেড়ে ৫৫ হয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। তবে আলাস্কায় ভোটগণনা তখনও চলছিল। স্কটের জয়ের পর মিসিসিপিজুড়ে শুরু হয়েছে উদ্যাপন।

আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ প্রায় নিশ্চিত! ফের বিশেষ অধিবেশন ডাকছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি : আসন পুনর্বিন্যাস এবং মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করাতে এবার সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে চলেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, বিল পাশের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন নিশ্চিত করতে পেরেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বিশেষ অধিবেশন ডাকার পরিকল্পনা চলছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি।



তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ হওয়ার প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি। গত ১৩ আগস্ট লোকসভা ও রাজ্যসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি করা হয়েছিল। সাধারণত, এর কয়েক দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির তরফে অধিবেশন সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কিন্তু এবার এখনও সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। ফলে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে প্রথম থেকেই প্রশ্ন তুলছিল বিরোধীরা। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলির অভিযোগ ছিল, আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিল পাশ করানোর উদ্দেশ্যেই বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করছে না সরকার। তাদের আশঙ্কা ছিল, প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন জিইয়ে রাখতে চাইছে শাসক শিবির। এবার বিশেষ অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনায় সেই জল্পনাই নতুন করে জোরাল হয়েছে।

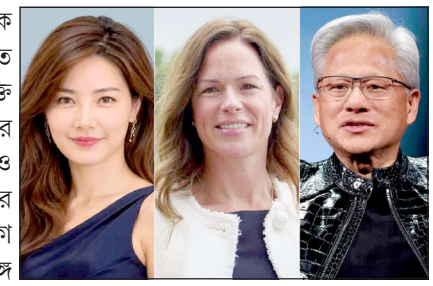
সূত্রের দাবি, গত ছয় মাস ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছে কেন্দ্র। আসন পুনর্বিন্যাসের পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার বিষয়টিও এই সংবিধান সংশোধনী বিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করাতে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন। পাশাপাশি, রাজ্যগুলির অন্তত অর্ধেক আইনসভার অনুমোদনও লাগবে, যদি সংশোধনটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নির্দিষ্ট বিষয়কে প্রভাবিত করে।

বিদেশিদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করছে কেন্দ্র, ১৩ থেকে কমে ৯ ক্যাটেগরি

নয়াদিল্লি : বিদেশিদের জন্য ভারতের ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সরল করছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নতুন সিদ্ধান্তে ভিসার ১৩টি ক্যাটেগরি কমিয়ে ৯টি করা হয়েছে। সাব-ক্যাটেগরির সংখ্যা ৪৯ থেকে কমে হচ্ছে ২৩। আবেদনপত্রের ফিল্ডও প্রায় ৭০ শতাংশ কমানো হয়েছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন টুরিস্ট ভিসায়। নতুন ব্যবস্থায় এর নাম হচ্ছে 'ভিজিটর ভিসা'। পর্যটনের পাশাপাশি চিকিৎসা, ব্যবসায়িক বৈঠক ও স্বল্পমেয়াদি শিক্ষার সুযোগ থাকবে এতে। ভি-১ ভিসার মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩০ দিন এবং ভি-২ ভিসার মেয়াদ এক থেকে ১০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। স্টুডেন্ট ও বিজনেস ভিসার নিয়মও সরল করা হচ্ছে। চলতি বছরের শেষেই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করার পরিকল্পনা কেন্দ্রের।

দ্বিতীয় পরকীয়ার অভিযোগে আরও বিপাকে জেনসেন হুয়াং, এনভিডিয়ার সিইও পদ থেকে সরানোর প্রস্তুতি!

নিউইয়র্ক : একের পর এক বিতর্কে চরম অস্বস্তিতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা এনভিডিয়ার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও জেনসেন হুয়াং। চিনা গুপ্তচর সন্দেহে তদন্তের মুখে থাকা অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই সামনে এল আরও একটি সম্পর্কের অভিযোগ। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংস্থারই এক শীর্ষ আধিকারিক কিম্বার্লি পাওয়েলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন ৬৩ বছর বয়সি জেনসেন।



এদিকে, 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেনসেনকে সিইও পদ থেকে সরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ। বুধবার এ নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সংস্থার পরবর্তী নেতৃত্বের জন্য সম্ভাব্য উত্তরসূরির খোঁজও চলছে বলে জানিয়েছে 'ব্লুমবার্গ'। তবে তাঁকে সরানোর বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি এনভিডিয়া।

'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর দাবি, এনভিডিয়ার হেলথকেয়ার বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিম্বার্লি জেনসেনের অধীনেই কাজ করতেন। গত মার্চে স্যান জোসেতে একটি সম্মেলনের সময় তাঁদের একটি হোটেলে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছিলেন সংস্থার দুই প্রাক্তন কর্মী। তাঁদের দাবি, সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দিও করেছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। সংবাদমাধ্যমের তরফে যোগাযোগ করা হলে এ বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে চাননি জেনসেন। কিম্বার্লি ও এনভিডিয়াও অভিযোগ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

প্রসঙ্গত, এর আগে চিনা নাগরিক অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথা সামনে আসার পর নিজেই স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত থাকার কথা স্বীকার করেছিলেন এনভিডিয়া কর্তা। কর্মীদের উদ্দেশে বার্তায় নিজের আচরণের জন্য স্ত্রী, পরিবার ও সহকর্মীদের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন তিনি। মার্কিন গোয়েন্দাদের সন্দেহ, অ্যালিস চিনের হয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বেজিং। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই স্বাধীন তদন্ত শুরু করেছে এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ।

দ্বিতীয় সম্পর্কের অভিযোগ সামনে আসতেই সংস্থার নেতৃত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে। সংবাদমাধ্যমের খবর, জেনসেনের বিকল্প হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সিইও নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনা করছে পর্ষদ। প্রায় চার লক্ষ কোটি ডলারের বাজারমূল্যের এই প্রযুক্তি সংস্থার শেয়ারের দরও বুধবার লেনদেনের পর প্রায় আট শতাংশ পড়ে যায়।

বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নাম করে কেজরিওয়ালকে খুনের হুমকি, ৭ কোটি দাবি! প্রশ্নে নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি : এবার কি লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নিশানায় আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল? বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য পরিচয় দিয়ে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মেয়ে হর্ষিতা কেজরিওয়ালকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, প্রাণে বাঁচতে ৭ কোটি টাকা দাবি করা হয়েছে বলেও খবর। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।



আপ বিধায়ক জার্নাল সিং প্রথম বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি কেজরিওয়ালের কাছে একটি ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য বলে পরিচয় দেন। এরপরই কেজরিওয়াল ও তাঁর মেয়েকে খুনের হুমকি দিয়ে ৭ কোটি টাকা দাবি করেন।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে মোহালি পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। হুমকির জন্য ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরের কল রেকর্ড, ইন্টারনেট প্রোটোকল লগ ও অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। কেজরিওয়াল ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিও জানিয়েছেন আপ বিধায়ক।

উল্লেখ্য, খুন, তোলাবাজি ও অস্ত্র পাচারের মতো অপরাধে অভিযুক্ত লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। সলমন খান-সহ বলিউডের তারকাদেরও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। তবে কেজরিওয়ালকে হুমকি দেওয়া ব্যক্তি সত্যিই এই গ্যাংয়ের সদস্য কি না, নাকি তাদের নাম ব্যবহার করে ভয় দেখাচ্ছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

জমি পুনরুদ্ধারে তৎপর অসম, উচ্ছেদ হওয়া মানুষের পুনর্বাসনে কোথায় সরকার?

সরকারি জমি, বনাঞ্চল ও জলাভূমি দখলমুক্ত করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। কিন্তু উচ্ছেদের পর হাজার হাজার মানুষের মাথার উপর ছাদ, জীবিকা ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব কে নেবে? আইনের শাসন, মানবিকতা ও পুনর্বাসনের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করাই এখন অসম সরকারের বড় পরীক্ষা।

অসমে বুলডোজার এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনও প্রশাসনিক অভিযানের প্রতীক নয়, বরং রাজ্যের ভূমি প্রশাসনের পরিচিত দৃশ্য। দরং থেকে ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া থেকে লখিমপুর;বিভিন্ন জেলায় সরকারি জমি, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও জলাভূমি দখলমুক্ত করার নামে ধারাবাহিক উচ্ছেদ অভিযান চলছে। সরকারের যুক্তি, অবৈধ দখলমুক্ত করে সরকারি সম্পত্তি রক্ষা এবং ভূমিপুত্রদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতেই এই পদক্ষেপ। উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সরকারি জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তবে যে প্রশ্নটি ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, তা হল;জমি পুনরুদ্ধারে যতটা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, উচ্ছেদে সর্বস্বান্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনে কি ততটাই দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে সরকার?

সরকারি পরিসংখ্যানই সমস্যার ব্যাপকতা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ২০১৬ সাল থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত অসমে সরকারি জমি থেকে ১০ হাজার ৬২০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২২ সালের মে মাসের পরেই উচ্ছেদ করা হয়েছে ৫ হাজার ৮৫৪টি



পরিবারকে। ওই সময়ের উচ্ছেদ অভিযানে চারজনের মৃত্যুর কথাও সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন জেলায় অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ফলে এই পরিসংখ্যানকে উচ্ছেদের সম্পূর্ণ চিত্র হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দরং জেলার ধলপুরে উচ্ছেদ অভিযান রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়। প্রাণ হারান দুই সাধারণ মানুষ, তাঁদের মধ্যে ছিল ১২ বছরের এক কিশোরও। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ধুবড়ি জেলার তিনটি রাজস্ব গ্রাম থেকে প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রায় ১,৪০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। কয়েক দিনের ব্যবধানে গোয়ালপাড়ার পাইকান সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১,০৮০টি পরিবারকে সরিয়ে দেওয়া হয়। একই বছরের জুনে গোয়ালপাড়া শহরের কাছে হাসিলাবিলে উচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ৬৯০টি পরিবার।

সাম্প্রতিক ধুবড়ির ঘটনাও এই বিতর্ককে নতুন করে সামনে এনেছে। ২০২৬ সালের ১ নভেম্বর গৌরীপুরের আলমগঞ্জ পার্ট-নাইন এলাকায় প্রায় ৬৫০ বিঘা সরকারি জমি দখলমুক্ত করে জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের হিসাবে, প্রায় ৫৫০টি পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে। অন্যদিকে, সংবাদমাধ্যম স্ক্রলের প্রতিবেদনে ৬৪০টিরও বেশি পরিবার এবং চার হাজারের বেশি মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সংখ্যার এই পার্থক্যও উপেক্ষা করার মতো নয়। কারণ উচ্ছেদের প্রকৃত পরিসর, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এবং তাঁদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন নির্ধারণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য অপরিহার্য।

তবে সব উচ্ছেদের চরিত্র এক নয়। কোথাও সরকারি খাসজমি, কোথাও সংরক্ষিত বনাঞ্চল, আবার কোথাও জলাভূমি দখলমুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের আইনি অবস্থান ও জনস্বার্থের প্রশ্ন আলাদা। তাই সব ঘটনাকে একই দৃষ্টিতে বিচার করা যেমন অনুচিত, তেমনই প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগের নামে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া উপেক্ষা করারও কোনও সুযোগ নেই।

অসমের ভূমি সমস্যার সঙ্গে আরও একটি গভীর বাস্তবতা জড়িয়ে রয়েছে;বন্যা ও নদীভাঙন। ব্রহ্মপুত্র এবং তার উপনদীগুলির ভাঙনে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি হারান। রাজ্যের জলসম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৫০ সাল থেকে প্রায় ৪.২৭ লক্ষ হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে, যা রাজ্যের মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ৭.৪ শতাংশ। গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমি নদীভাঙনের শিকার হচ্ছে।

নদীভাঙনে সর্বস্ব হারানো পরিবারগুলির কাছে অন্যত্র আশ্রয় খোঁজা অনেক সময় বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। কৃষিজমি, বাড়ি ও জীবিকার অবলম্বন হারিয়ে তারা নতুন করে বসতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সেই বসতি পরবর্তী সময়ে সরকারি জমিতে হলে আইনি প্রশ্ন উঠতেই পারে। নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হলেই সরকারি জমি দখলের স্বয়ংক্রিয় অধিকার তৈরি হয় না। কিন্তু একই সঙ্গে এই বাস্তবতাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভূমিহীনতা, নদীভাঙন এবং অনিশ্চিত বসতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যে পরিবার নদীর গ্রাসে পৈতৃক ভিটে হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সমস্যাকে শুধু 'অবৈধ দখল' শব্দবন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতা আড়ালেই থেকে যাবে।

ধলপুরের ঘটনা থেকে প্রশাসনের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। ওই ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছিল, সরকার উচ্ছেদ অভিযান চালানোর অধিকার রাখলেও বাসিন্দাদের দেওয়া নোটিশের সময়সীমা যথেষ্ট ছিল না এবং পুলিশকে আরও সংযত আচরণ করা উচিত ছিল। এখানেই একটি মৌলিক বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন;সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের আইনি অধিকার এবং সেই অধিকার প্রয়োগের পদ্ধতি, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। উদ্দেশ্য বৈধ হলেই তা কার্যকর করার প্রতিটি পদ্ধতি বৈধ হয়ে যায় না।

সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে আইনের চোখে সমতার অধিকার এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই অধিকারগুলি সরকারি জমিতে অনির্দিষ্টকাল বসবাসের অনুমতি দেয় না। কিন্তু রাষ্ট্রকে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে ন্যায়সংগত ও আইনসম্মত উপায়ে। যাঁদের উচ্ছেদের মুখে পড়তে হচ্ছে, তাঁদের জমির দাবি বা দখলের বৈধতা প্রমাণের সুযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনীয় নথি পেশ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি এবং আইনি প্রতিকারের পথও খোলা রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টের আবদুল খালেক ও অন্যান্য বনাম অসম সরকার ও অন্যান্য মামলার রায় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কথিত অবৈধ দখল সংক্রান্ত এই মামলায় শীর্ষ আদালত বন ও পরিবেশ রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা স্বীকার করার পাশাপাশি আইনের শাসন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

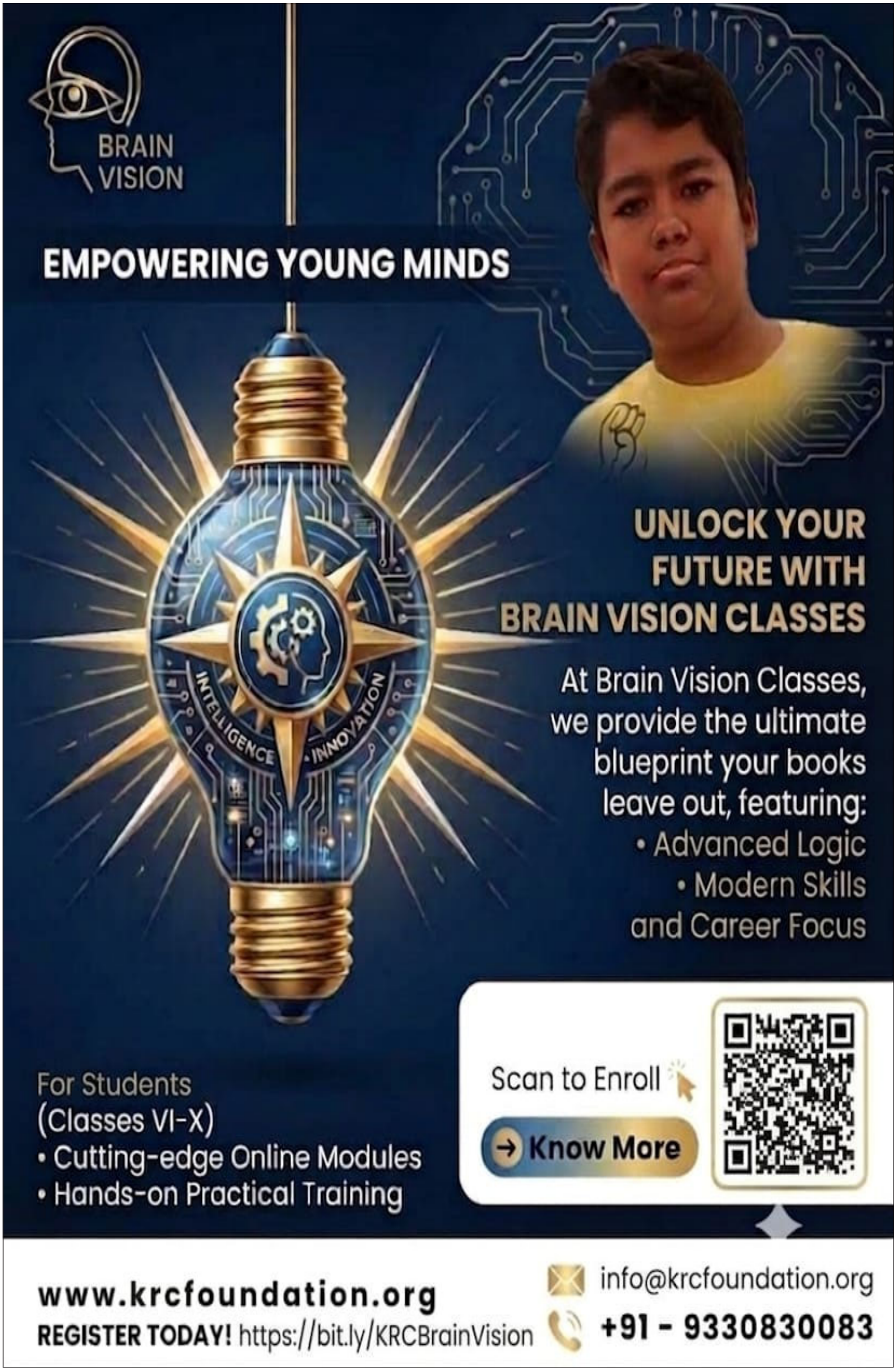
দখলকারীদের নথিপত্র যাচাই, বৈধ দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশের সুযোগ, যুক্তিসংগত প্রশাসনিক নির্দেশ এবং উচ্ছেদের আগে ১৫ দিনের নোটিশের মতো প্রক্রিয়ার কথা আদালত উল্লেখ করে। বন অধিকার আইন, ২০০৬-এর আওতায় সুরক্ষিত ব্যক্তি ও যোগ্য বনবাসীদের অধিকারও বিবেচনায় রাখার কথা বলা হয়।

অবশ্য এই রায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিতে দেওয়া। সরকারি রাজস্ব জমিতে হওয়া প্রতিটি উচ্ছেদের ক্ষেত্রে একে সরাসরি একইভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ নেই। কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া, নথি যাচাই এবং ন্যায়সংগত শুনানির যে মৌলিক নীতি আদালত সামনে এনেছে, তা ভূমি প্রশাসনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard